দৈনিক খবর

তারিখ 29 MAY 1990
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

মানিকগঞ্জের শিক্ষাঙ্গন

দেবেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ : সমস্যার যেখানে শেষ নেই

॥ শাহীন চৌধুরী ॥

মানিকগঞ্জ তথা সারা বাংলাদেশের একটি ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দেবেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ আজ অন্তহীন সমস্যায় জর্জরিত। ১৯৪২ সালে বাংলাদেশের একজন খ্যাতনামা দানবীর আর পি সাহার অনুদানে এই কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয়। দীর্ঘপথ পরিক্রমার পর গত ১৯৮০ সালে তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এলাকার জনসাধারণের দাবীর মুখে কলেজটিকে সরকারী হিসেবে ঘোষণা করেন। সেই থেকে এই কলেজটি সরকারী দেবেন্দ্র কলেজ হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। গত বছর এই কলেজটি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে রূপান্তরিত হয়।

এই কলেজে একাদশ, দ্বাদশ এবং স্নাতক শ্রেণী ছাড়াও 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্য' বিষয়ে অনার্স এবং মাস্টার্স ডিগ্রী চালু রয়েছে। যদিও বাংলা বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের 'সেমিনার' প্রতিষ্ঠার দীর্ঘদিনের দাবী আজও উপেক্ষিত। তা'ছাড়া গত বছর এক অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভি সি কলেজটিতে পাঁচটি বিষয়ে মাস্টার্স ডিগ্রী প্রথম পর্ব খোলার অনুমতি ঘোষণা করেছেন। বিষয়গুলো হচ্ছে : অর্থনীতি, ইতিহাস, দর্শন, ব্যবস্থাপনা ও গণিত। কিন্তু কলেজটিতে অতিরিক্ত ক্লাশরুম এবং উল্লেখিত বিভাগগুলোতে পর্যাপ্ত শিক্ষক না থাকায় আজও ভিসি-র ঘোষণা বাস্তবায়িত হয়নি।

এই কলেজের দীর্ঘদিনের দাবীর প্রেক্ষিতে গত ১৯৮৬ সালে রাষ্ট্র বিজ্ঞান ও হিসাব বিজ্ঞান- এ দু'টি বিষয়ে অনার্স খোলার অনুমতি সরকারীভাবে দেয়া হয়। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বিষয় দু'টি অধিভুক্ত না হওয়ায় আজও এ দু'টি বিষয়ে অনার্স খোলা সম্ভব হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয় এ দু'টি বিষয় অধিভুক্ত না করার মূল কারণ হলো সরকার বিষয় দু'টিতে অনার্স খোলার অনুমতি দিলেও বিষয়গুলোর জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষকের পদ সৃষ্টি করছে না। কলেজের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বরাবর বহু লেখালেখি করার পর সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি পরিদর্শক টিম কলেজটি পরিদর্শন করেছেন; কিন্তু এখনো তাতে কোন অগ্রগতি হয়নি।

বর্তমানে কলেজটিতে ১ জন অধ্যাপকের, ৮ জন সহযোগী অধ্যাপকের, ৩ জন সহকারী অধ্যাপকের, ৭ জন প্রভাষকের এবং ২ জন প্রদর্শকের পদ শূন্য রয়েছে। একটি কলেজে ২১ জন শিক্ষকের পদ শূন্য থাকা নিঃসন্দেহে ভেবে দেখবার বিষয়। তা'ছাড়া লাইব্রেরী কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র হওয়া সত্ত্বেও এই কলেজটিতে লাইব্রেরীয়ানের গুরুত্বপূর্ণ পদটি দীর্ঘদিন যাবৎ খালি রয়েছে। সংশ্লিষ্ট একটি সূত্রে জানা গেছে, সারাদেশে শতকরা ৭৫ ভাগ সরকারী কলেজে লাইব্রেরীয়ানের পদ শূন্য রয়েছে। আমাদের শিক্ষা জীবনের জন্য ব্যাপারটি নির্দিধায় উদ্বেগজনক।

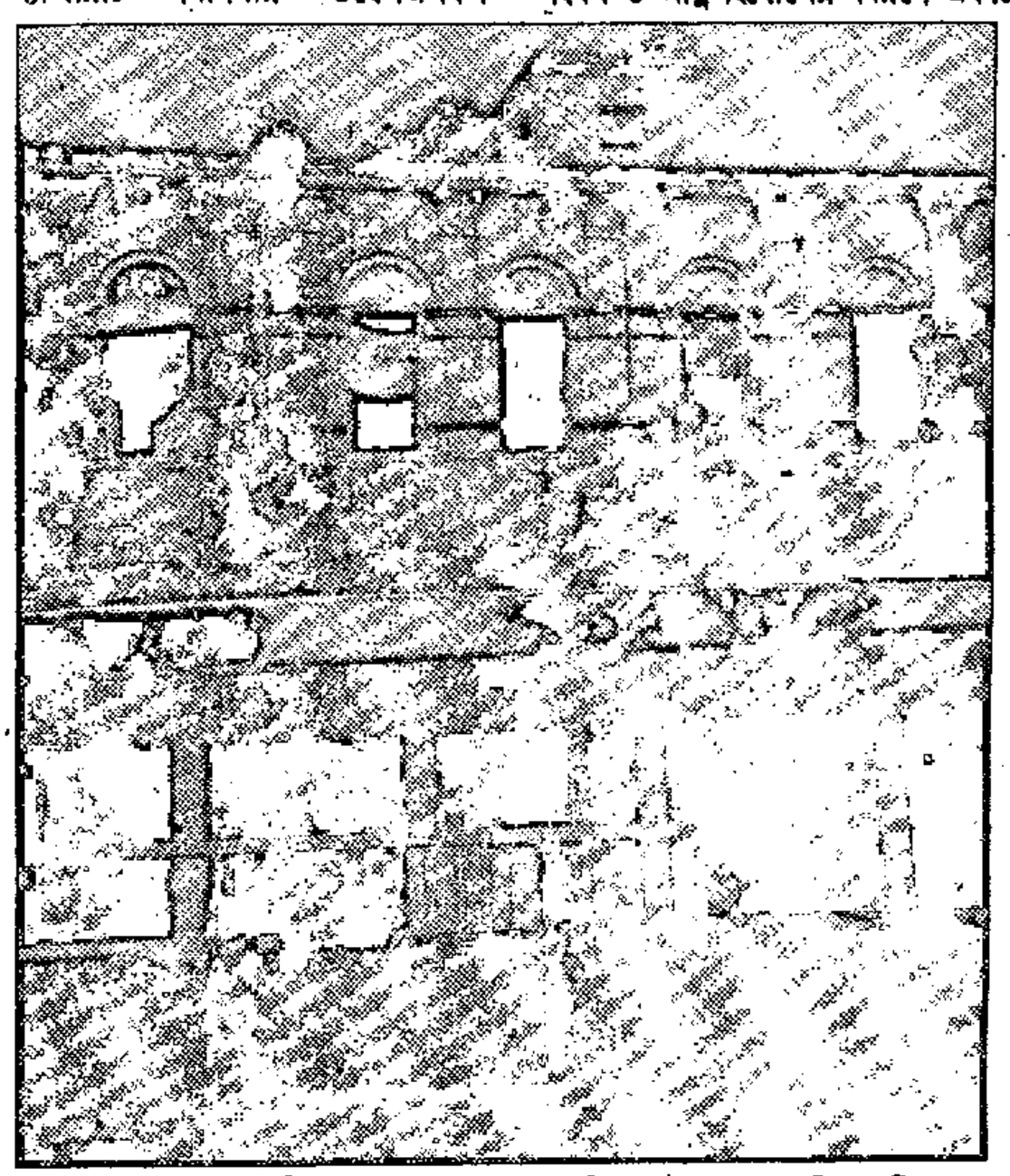

মানিকগঞ্জ : গণপূর্ত বিভাগের অকেজো ঘোষিত এই হল ঘরটিতে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বাস করেন কয়েকজন শিক্ষক। কর্মচারী। নীচে পুরানো বসবাসের অযোগ্য ভবনটিতে আশ্রয় নিয়ে আছে কলেজের ছাত্ররা

কলেজটির আবাসিক সমস্যা বর্তমানে প্রকট আকার ধারণ করেছে। শিক্ষকদের থাকার কোন কোয়ার্টার নেই বললেই চলে। ক্লাশ বিল্ডিং-এর উত্তর দিকে একটি টিনশেড হলে কয়েকজন শিক্ষক থাকেন। সেখানে স্থান সংকুলান না হওয়ায় প্রশাসনিক ভবনের পিছনে 'শ্যামলী' নামে একটি একতলা হলে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কয়েকজন শিক্ষক এবং কলেজের কয়েকজন কর্মচারী বসবাস করেন। যে কোন সময় এই হলটি ধসে পড়তে পারে। প্রায় ১০ বছর আগে গণপূর্ত বিভাগ শ্যামলী হলটি বসবাসের অযোগ্য বলে ঘোষণা করেছে। ছাত্রদের বেলায়ও একই অবস্থা। পশ্চিম দিকের পুকুর পাড়ে একটি পুরোনো বিল্ডিং-এ বেশ কিছু ছাত্র ঝুঁকি নিয়ে বসবাস করছে। নতুন একটি হল নির্মিত হচ্ছে। হলটি চারতলা হবার কথা থাকলে আংশিক দোতলার কাজ হয়েছে। বর্তমানে নির্মাণ কাজ বন্ধ রয়েছে। তা'ছাড়া সম্প্রতি এক ছাত্র সংঘর্ষ ও অগ্নিসংযোগের কারণে একটি টিনশেড ছাত্রাবাস সম্পূর্ণভাবে ভস্মীভূত হওয়ায় হোস্টেলে সিট সমস্যা চরমে উঠেছে। এ ছাড়া ছাত্রীদের জন্য কোন হল না থাকায় অনার্স ও মাস্টার্স ডিগ্রীর ছাত্রীদের দূর-দূরান্ত থেকে এসে ক্লাশ করতে দারুণ অসুবিধা হয়।

বড় ধরনের দু'টি পুকুর মিলিয়ে ২ হাজার ৩শ' ৮৯ শতাংশ জমির উপর প্রতিষ্ঠিত এই বিশ্ববিদ্যালয় কলেজটির সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে দারুন অসুবিধা হচ্ছে।